যুগান্তর

19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সোনালীপাড়ার মেসগুলো

চার খুনে জড়িত শিবির

মিজানুর রহমান, *ঝিনাইদহ থেকে*

ঝিনাইদহ জেলা শহরের সোনালীপাড়ার মেসগুলো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির মালিকরা ছাত্রদের মেস ছেড়ে চলে যেতে বলায় শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন। পাড়ায় অবসরপ্রাপ্ত এক সেনা সদস্যের বাড়িতে জঙ্গি আস্তানার খবর নিয়ে বেকায়দায় পড়ায় মালিকরা শিক্ষার্থীদের মেস ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ দিয়েছেন। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামগুলোতে গড়ে ওঠা মেস-ছাত্রাবাসগুলোর ওপর নজরদারি বাড়ানো ও ঘন ঘন তল্লাশির কারণে হয়রানি এড়াতে শিক্ষার্থীরা মেস ছেড়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সোনালীপাড়ার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব থানার ভারপাপ্ত কর্মকর্তাদের বাড়ির মালিক ও মেসে থাকা ছাত্রছাত্রীদের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী-সমর্থকদের ডাটাবেস তৈরিরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এদিকে সেবায়েত শ্যামানন্দ দাস বাবাজি ও শিয়া সম্প্রদায়ের হাফেজ আবদুর রাজ্জাক হত্যার ঘটনার দায় স্বীকার করে দুই শিবির নেতা রোববার আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে। এ নিয়ে একই দিন রাত সাড়ে ৭টার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মো. আলতাফ হোসেন জোর দিয়ে বলেছেন, এ জেলায় কোনো জঙ্গি আস্তানা নেই। জেলার চাঞ্চল্যকর ৪টি হত্যার ঘটনায় শিবির জড়িত।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার সদ্য বিদায়ী ওসি হাসান হাফিজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, জেলায় চার খুনের ঘটনায় আটক আসামিদেও দেয়া জবানবন্দিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অন্তত ১২শ' ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী কিংবা সমর্থক রয়েছে। সেই সঙ্গে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে শিবিরের বিশাল ঘাঁটি। এদেও ক্ষুদ্র একটি অংশ গুপ্তহত্যায় জড়িত। সরকারকে বিব্রত করতে এবং ভারতসহ ইউরোপিয়ান দেশগুলোর দৃষ্টি কাড়তে এই অংশটি অত্রাঞ্চলে পুরোহিত ও ভিন্নধর্মাবলম্বীদের হত্যাসহ জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছে। তবে চলমান পুলিশের অভিযানে জামায়াত-শিবির কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩-১৪ সালে জেলা শহরের ইসলামী ছাত্রশিবিরের কমপক্ষে ৩০-৩৫টি ছাত্রাবাস ছিল। এর অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে জামায়াত-শিবিরের অনুসারীরা মেসে থাকছে না।

গোপনে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছে কেউ কেউ। স্থানীয় কয়েকজন জানান, বিভিন্ন সংস্থার গোয়েন্দা সদস্যরা সাদা পোশাকে সোনালীপাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। জঙ্গি নিবরাসসহ তার সঙ্গীদের বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তারা। পাড়ার সাধারণ মানুষের মাঝে আতংক কাজ করছে। প্রকাশ্যে কথা বলতে রাজি হচ্ছেন না তারা। সোমবার বিকালে জেলা শহরের আলোচিত সোনালীপাড়া জামে মসজিদ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সরাফত হোসেন জোয়ার্দারের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, রোববার নতুন ইমাম নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে আটক আগের ইমাম হাফেজ রোকনুজ্জামানের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য কাওছার আলীসহ তার দুই ছেলের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।